গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল

আশ্রয়ণ

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে
শেখ হাসিনা মডেল

আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ashrayanpmo.gov.bd

মানুষকে ভালোবাসতে শেখো,
দেশের মানুষকে ভালোবাসো।
এই ভালোবাসার মধ্যে
কোনো স্বার্থ রেখো না।

[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ]
সিরাজগঞ্জ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

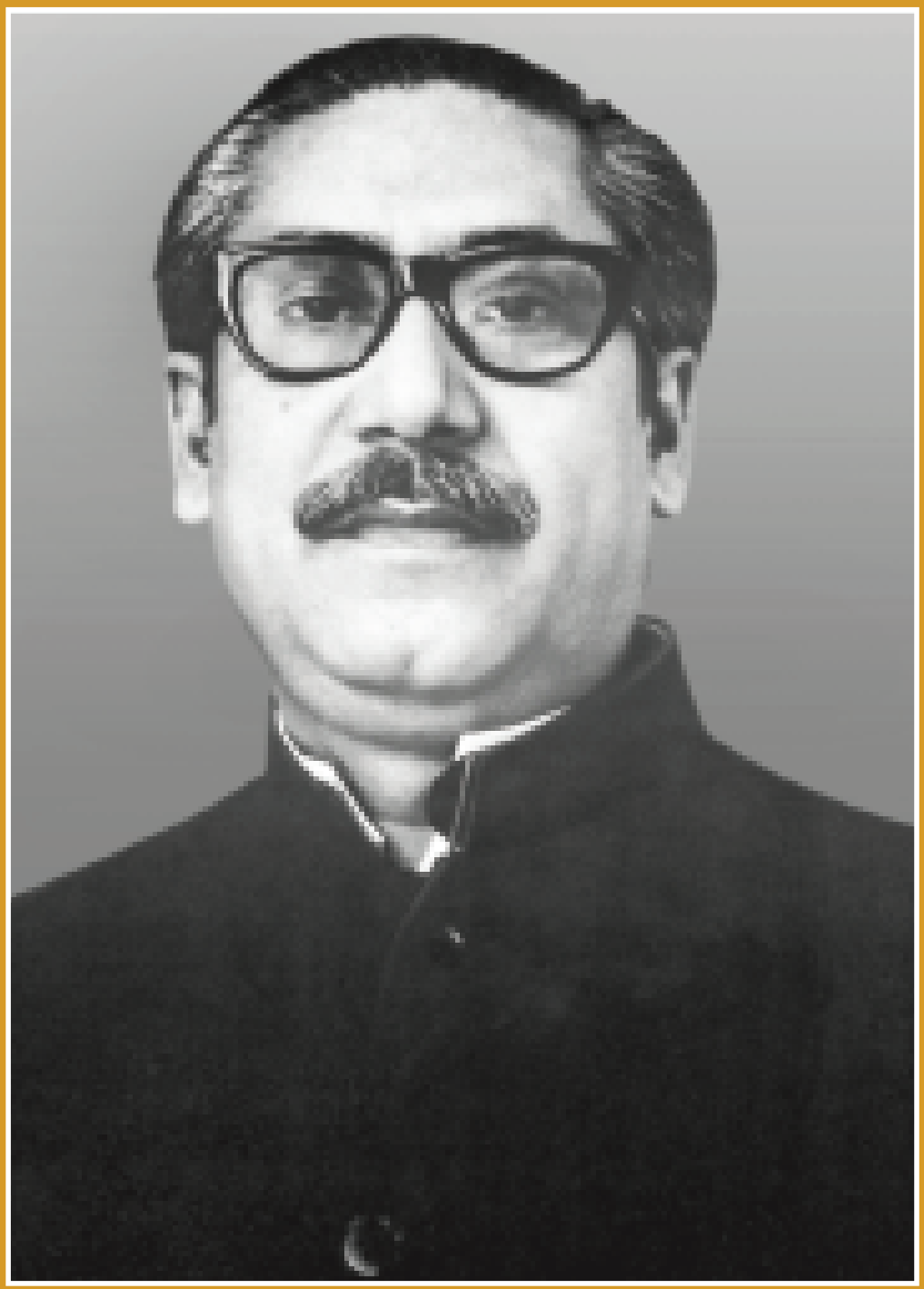

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমাদের উন্নয়নের একটি মানবিক অবয়ব রয়েছে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

[আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রদত্ত ভাষণ]
ঢাকা, ১৭ অক্টোবর ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সম্পাদনা

মোহাম্মদ মাহমুদুল হক

উপ-প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

সার্বিক সহযোগিতা

মোঃ আরিফুল ইসলাম সরদার

সিনিয়র সহকারী সচিব, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

মোঃ সায়েদুল আরেফিন

সিনিয়র সহকারী সচিব, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

আবু হেনা মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

মনিটরিং অফিসার, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

গোলাম মোহাম্মদ মাহতাবুল ইসলাম মবিন

মনিটরিং অফিসার, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

মোঃ ইসতিয়াক নাসির

সহকারী প্রকৌশলী, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প

প্রকাশনায়

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ফোন : + ৮৮ ০২-৪৮১১২৬১৮, মোবাইল : +৮৮ ০১৭১১৫৬৪৬৬৬

ফ্যাক্স : +৮৮ ০২-৫৫০২৯৫৮০, ই-মেইল : ashrayanpmo@gmail.com

ওয়েব : www.ashrayanpmo.gov.bd, ফেসবুক পেইজ : @Ashrayan2 Project,

ইউটিউব চ্যানেল : https://www.youtube.com/channel/UC4PbVml689IzH8UFfm2VCCw

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০২২

Pathak Shamabesh®

Since 1987

লেআউট, ডিজাইন ও টাইপসেটিং

পাঠক সমাবেশ, ২৭৮/৩, এলিফেন্ট রোড (২য় তলা) কাটাবন, ঢাকা-১২০৫

ফোন: ০২-৪৪৬১২৯৫৬, ০১৭১৩০৩৪৪৪০

E-mail: pathak@bol-online.com, www.pathakshamabesh.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই : কালচার প্রেস, ঢাকা

ভূমিকা

বাংলার মুক্তিকামী মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। একদিকে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে দেশ পুনর্গঠনের মহাযজ্ঞ, অন্যদিকে আকস্মিক বন্যা, নদীভাঙন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘরবাড়ি হারানো অসহায় ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করা সদ্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিল বড় চ্যালেঞ্জের বিষয়। তথাপি স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু ছিন্নমূল-ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে দেশের বিপুলসংখ্যক ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি এদেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বদলে দেওয়ার এক নতুন উন্নয়ন দর্শনের গোড়াপত্তন করেন। একটি ঘর প্রদান করে তিনি শুধু ছিন্নমূল মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো চিরায়ত মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তাই বিধান করেননি; বরং তাদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করে দরিদ্র মানুষের সম্মুখে উন্নয়নের নবদিগন্ত উন্মোচন করেছেন। 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সকলকে সাথে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার'—দর্শনটি আজ বাংলাদেশের অগ্রগতির অভিযাত্রায় অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে শেখ হাসিনা মডেল হিসেবে সমাদৃত, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাকে নবপল্লবে বিকশিত করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথকে সুগম করেছে।

সূচি

- আশ্রয়ণ প্রকল্পের পটভূমি ৯
- দারিদ্র্য বিমোচনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন : ‘শেখ হাসিনা মডেল’ ১১
- মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ ১৪
- প্রকল্পের বিশেষত্বসমূহ ২০
- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সেবাসমূহ ২২
- খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প ২৭
- সামগ্রিক অর্জন ২৮
- এসডিজি অর্জনে আশ্রয়ণ ৩৩
- বদলে যাওয়ার গল্প ৪১

আশ্রয়ণ প্রকল্পের পটভূমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী, বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের মতো জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো স্থবির হয়ে পড়ে।

তৎকালীন নোয়াখালীর বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়াগাছা গ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেন। তাই তিনি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল' সামনে এনে পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার

জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন এবং একই বছর তিনি সারা দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'।

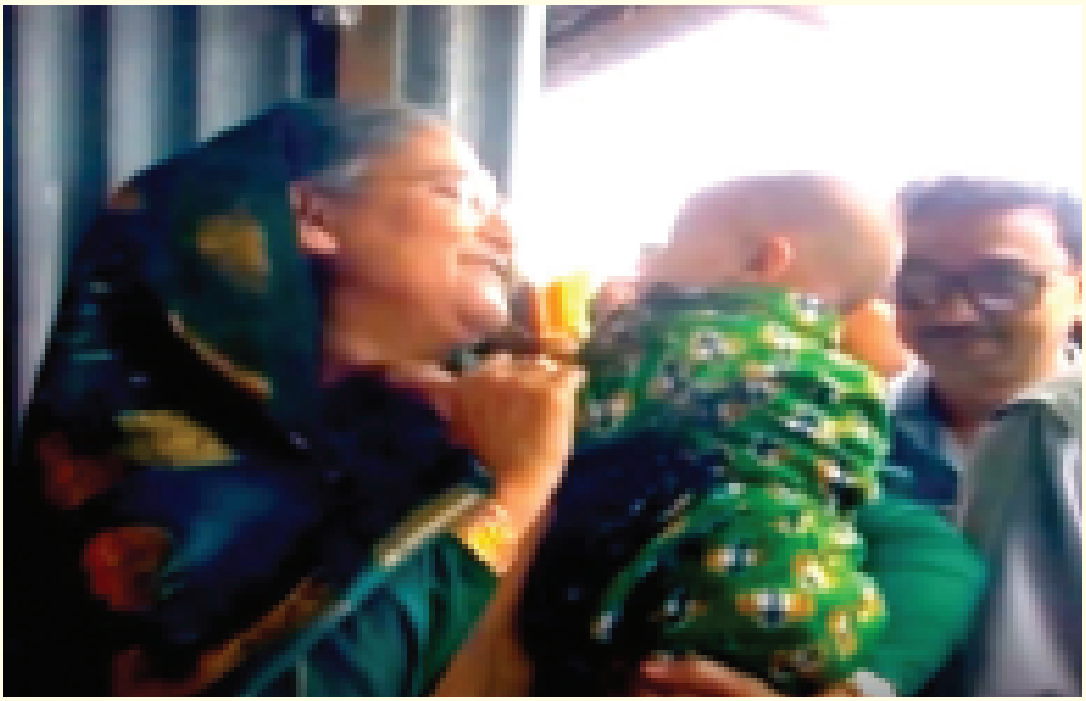

২০০০ সালে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলায় দুধসর আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আশ্রয়ণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১ ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন

২ প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা

৩ আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য শেখ হাসিনা সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সমাজের মূলধারার মানুষের সাথে জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ, ভিক্ষুক, বেদে, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যও জমিসহ ঘর প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ১৯৯৭ সালে প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শুধুমাত্র আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যারাক, ফ্ল্যাট, বিভিন্ন প্রকার ঘর ও মুজিববর্ষের একক গৃহে মোট ৫ লাখ ৭

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমি ও গৃহের মালিকানা স্বত্ব প্রদান

হাজার ২৪৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। একটি গৃহ কীভাবে সামগ্রিক পারিবারিক কল্যাণে এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের এই নতুন পদ্ধতি ইতোমধ্যে 'শেখ হাসিনা মডেল' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। শেখ হাসিনা মডেলের মূল ছয়টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ–

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে 'শেখ হাসিনা মডেল'

১. উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা

২. সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা

৩. নারীদের জমিসহ ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন করা

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা

৫. ব্যাপক হারে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের উন্নতি সাধন করা

৬. গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা

চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই করার উত্তম চর্চা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের শেখ হাসিনা মডেল'। এরই ধারাবাহিকতায়, 'আশ্রয়ণ প্রকল্পের' মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় আনছেন। সমাজের অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ২ শতক জমির মালিকানাসহ সেমিপাকা একক ঘর প্রদান করা হচ্ছে। জমিসহ ঘরের মালিকানা পেয়ে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত করছেন। ফলে এসকল পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নততর হচ্ছে। উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে আশ্রয়ণের বাড়ি ও জমির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের উৎপাদনমুখী নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সঞ্চয়ী হতেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপকারভোগীদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২ কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহ

হচ্ছে। উপকারভোগীরা তাদের বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ, বৃক্ষরোপণসহ প্রকল্পের পুকুরে মাছ চাষ করে নিজেদের জীবনমানের ও একই সাথে পরিবেশের উন্নয়ন করছে। প্রতিটি একক ঘরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সুপেয় পানির সুব্যবস্থার মাধ্যমে উপকারভোগীদের জন্য আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ

মুজিববর্ষে 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে সেমিপাকা একক গৃহনির্মাণের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। সমগ্র দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে মুজিববর্ষে জমিসহ সেমিপাকা ঘর দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

এ কর্মসূচির উপকারভোগী

'ক' শ্রেণির পরিবার : সকল ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র পরিবার।

'খ' শ্রেণির পরিবার : সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমির সংস্থান আছে কিন্তু ঘর নেই এমন পরিবার।

প্রাথমিকভাবে 'ক' শ্রেণির পরিবারের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি নিষ্কণ্টক খাসজমি, সরকারিভাবে ক্রয়কৃত জমি, সরকারের অনুকূলে কারও দানকৃত জমি অথবা রিজিউমকৃত জমিতে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ সংযোজন : ২ কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহের এ প্রকল্পটিতে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সংযোজন করা হয় ৪০০ বর্গফুট আয়তনের ২ কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা একক গৃহ। এই ঘরে সুপরিসর ২টি কক্ষের সামনে টানা বারান্দা এবং পেছনে রয়েছে রান্নাঘর ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগের

পাশাপাশি পুনর্বাসিতদের জন্য রয়েছে নিরাপদ সুপেয় পানির ব্যবস্থা। ক্লাস্টারভিত্তিক স্থাপিত প্রকল্প গ্রামগুলোতে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিনন্দন লে-আউটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাস্তা, কমিউনিটি সেন্টার, পুকুর, খেলার মাঠ প্রভৃতি নিশ্চিত করা হয়।

এ প্রক্রিয়ায় মুজিববর্ষে প্রথম পর্যায়ে ২১ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি পরিবারকে জমির মালিকানাসহ ঘর প্রদান করা হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ জুন ২০২১ তারিখে ৫৩ হাজার ৩৩০টি পরিবারকে অনুরূপভাবে গৃহ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে নির্মাণাধীন রয়েছে আরও ৬৫ হাজারেরও অধিক ঘর। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৮৩ হাজার ৩টি পরিবারকে জমিসহ সেমিপাকা একক ঘর প্রদান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রমাণ রেখেছেন। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জমি ও গৃহ প্রদান ইতিহাসে প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ। রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে জমির চিরস্থায়ী মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। জমি কেনার জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার উদাহরণ বিশ্বে কয়েকটি দেশে পাওয়া যায়, কিন্তু বিনামূল্যে ঘরসহ জমির মালিকানা দেওয়ার ঘটনা বাংলাদেশেই প্রথম।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের এবং বরাদ্দকৃত গৃহের বিভাগভিত্তিক হালনাগাদ সংখ্যা

বিভাগ	জেলা সংখ্যা	উপজেলা সংখ্যা	ক শ্রেণির পরিবার সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০২২ এ হালনাগাদকৃত)	সর্বমোট বরাদ্দকৃত গৃহের সংখ্যা (এপ্রিল ২০২২ এ হালনাগাদকৃত)
১	২	৩	৫	৬
ঢাকা	১৩	৮৮	২৮,০৬৯	২৫,০০৯
ময়মনসিংহ	০৪	৩৫	৯,৭৪৭	৯,১০৭
চট্টগ্রাম	১১	১০৩	৪৮,০৫৪	৩৫,৫৫৫
রংপুর	০৮	৫৮	৫৭,৩৮৪	৪১,০০৪
রাজশাহী	০৮	৬৭	২৭,৬৫০	২১,০২৭
খুলনা	১০	৫৯	২১,৪১৪	১৪,৪৪৮
বরিশাল	০৬	৪২	২২,৭০৯	২১,১১৮
সিলেট	০৪	৪০	২০,৩৯৫	১৫,৭৩৫
সারাদেশ	৬৪টি	৪৯২টি	২,৩৫,৪২২	১,৮৩,০০৩

মুজিববর্ষে গৃহ প্রদান

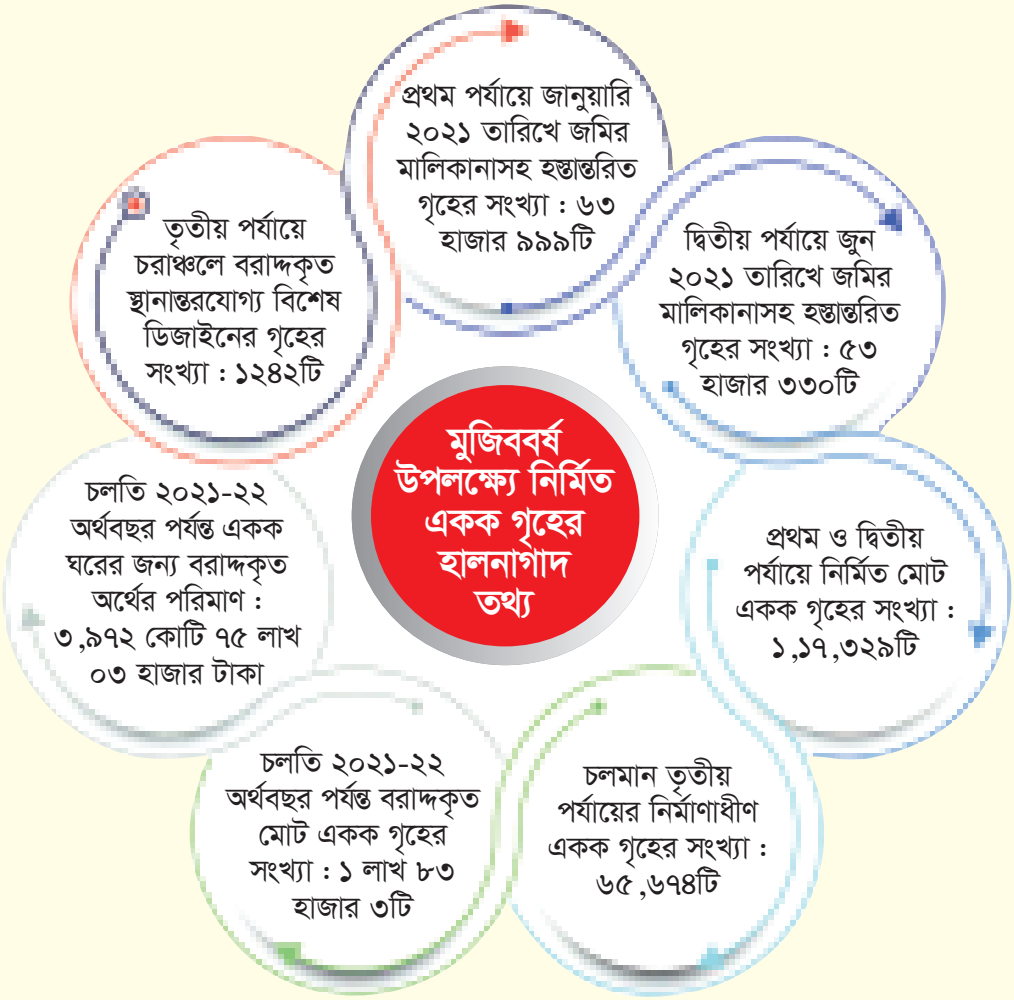

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে একক গৃহনির্মাণের লক্ষ্যে সারাদেশে উদ্ধারকৃত খাসজমির হালনাগাদ তথ্য:

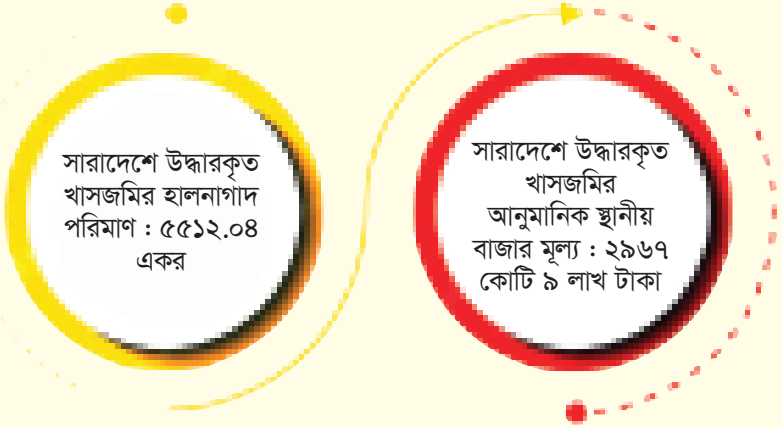

জমি ক্রয়ের মাধ্যমে পুনর্বাসনের হালনাগাদ তথ্য :

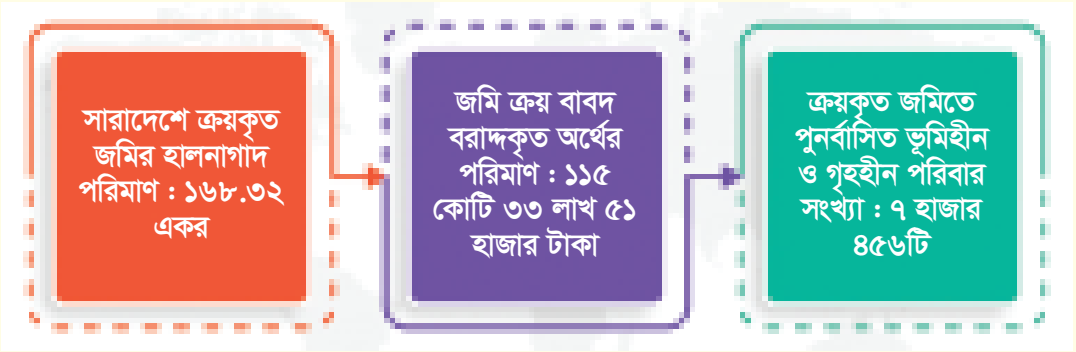

প্রকল্পের বিশেষত্বসমূহ

১. নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ

ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমি ও গৃহের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী, নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা, তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া), বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবার যেন ভবিষ্যতে মালিকানাসংক্রান্ত কোনো জটিলতায় না পড়েন সেজন্য উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক জমির মালিকানা স্বত্বের রেজিস্টার্ড দলিল/কবুলিয়ত, নামজারি খতিয়ান ও দাখিলাসহ সরেজমিনে দখল হস্তান্তর করা হয়।

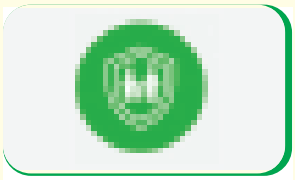

২. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়টি অগ্রাধিকারসহ বিবেচনা করা হয়।

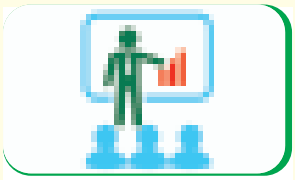

৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন

পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য ব্যবহারিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

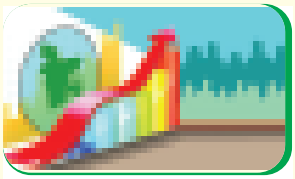

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

আশ্রয়ণ প্রকল্প ও সরকারি বিভিন্ন সংস্থা থেকে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক সংস্থা এবং এনজিওকেও এসব কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

৫. গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ

পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় এবং প্রকল্প স্থানে নিরাপদ সুপেয় পানির জন্য নলকূপের সংস্থান করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ/মন্দির ও কবরস্থানসহ পুকুর খনন ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণ করে দেওয়া হয়।

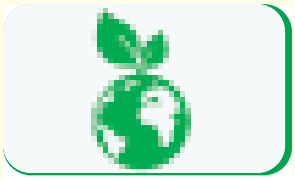

৬. পরিবেশ উন্নয়ন

প্রকল্প এলাকায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করাসহ কৃষিকাজে গৃহহীনদের উৎসাহ প্রদান করা হয়।

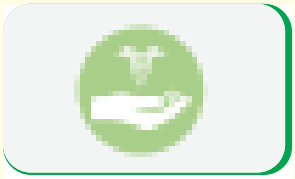

৭. উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ

পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সেবাসমূহ

- একক গৃহনির্মাণ
- সেমিপাকা ব্যারাক নির্মাণ
- সিআইসিট ব্যারাক নির্মাণ
- পাকা ব্যারাক প্রতিস্থাপন
- জমি ক্রয় (উপযুক্ত খাসজমি পাওয়া না গেলে)
- কবুলিয়ত সম্পাদন
- গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন
- ঘাটলা নির্মাণ
- অভ্যন্তরীণ সড়ক পুনর্নির্মাণ
- বৃক্ষরোপণ
- পুকুর পুনঃখনন
- সংযোগ সড়ক পুনর্নির্মাণ
- ঋণ প্রদান
- পুরাতন ব্যারাক মেরামত
- বহুতল ভবন নির্মাণ
- পাকা ব্যারাক নির্মাণ
- সেমিপাকা ব্যারাক প্রতিস্থাপন
- সিআইসিট ব্যারাক প্রতিস্থাপন
- ভূমি উন্নয়ন (প্রয়োজনে)
- ভিজিএফ প্রদান
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান
- অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ
- কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
- পুকুর খনন
- সংযোগ সড়ক নির্মাণ
- প্রশিক্ষণ
- প্রোটেকশন ওয়ার্ক

বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

বাস্তবায়ন

- প্রকল্পের উপকারভোগী বাছাই ও নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ রয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের সমন্বয়ে গঠিত উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এ কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটি উপকারভোগী বাছাই ও নির্বাচন করে।
- উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত ও নির্বাচিত উপকারভোগীদের অনুকূলে জমি ও গৃহ বরাদ্দ প্রদানপূর্বক গৃহনির্মাণের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করেন। এ কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে উপজেলা প্রকৌশলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা রয়েছেন।

তদারকি ও মনিটরিং

- আশ্রয়ণ প্রকল্পটি প্রাত্যহিক তদারকির আওতায় থাকা একটি প্রকল্প;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করে থাকেন;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণের জন্য সারাদেশের জেলাসমূহকে চিহ্নিত করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাঁরা প্রতিনিয়ত জেলা ও উপজেলায় সরেজমিনে গমন করে এবং যোগাযোগের অন্যান্য কার্যকর পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে প্রকল্প মনিটরিং করেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত অগ্রগতি অবহিত করেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ ও আইএমইডি'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে যৌথ পরিবীক্ষণ দলও প্রকল্প তদারকি করেন;
- জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহ উপজেলা পর্যায়ের কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করেন এবং নিয়মিত পাক্ষিক, মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাও এ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন।

উপকারভোগীর ডাটাবেজ সংরক্ষণ

- উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটি তথ্য যাচাইবাছাই করে উপকারভোগী পরিবারের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক এক কপি উপজেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণ করে, এক কপি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করে এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এক কপি সংরক্ষণ করা হয়;
- অনুমোদিত উপকারভোগী পরিবারের তালিকা উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসন ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়;
- উপকারভোগী পরিবারের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র, মোবাইল নম্বর, ঠিকানা, পেশা, মাসিক আয় এবং ছবি সংবলিত পুনর্বাসিত পরিবারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়;
- জেলা প্রশাসক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুনর্বাসিত পরিবারের বিস্তারিত তালিকা প্রেরণ করেন;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রকল্প অফিস পুনর্বাসিত উপকারভোগী পরিবারের তালিকা মুদ্রণ ও সংরক্ষণ করে;
- উপকারভোগী পরিবারের ডাটাবেজের মুদ্রিত তথ্য সংবলিত বই বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

মুজিববর্ষে লাখো ভূমিহীনকে পুনর্বাসনের এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে রয়েছে জেলা প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এবং জনপ্রতিনিধিসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মিলিত প্রয়াস। মুজিববর্ষের সেমিপাকা একক গৃহনির্মাণের পুরো কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সমন্বয় করা হচ্ছে। ভূমিহীন পুনর্বাসনের এ মহাকর্মযজ্ঞে বিপুল পরিমাণ খাসজমি উদ্ধারের মাধ্যমে সমগ্র দেশের জেলা ও উপজেলা প্রশাসন অসামান্য

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মুজিববর্ষে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন পুনর্বাসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ মহতী উদ্যোগে শামিল হয়েছেন জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিত্তবান মানুষ এবং সরকারি কর্মকর্তাগণ। সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণের ফলে মুজিববর্ষে সরকারের এ বিশেষ উদ্যোগ রূপ নিয়েছে সামাজিক আন্দোলনে।

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প

জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক ৫-তলাবিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করে ৪৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। যেখানে থাকছে আধুনিক নাগরিক সুবিধাসংবলিত পর্যটন জোন, আয়বর্ধক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আধুনিক শুঁটকি মহাল এবং সুশীতল পরিবেশের বাফার জোন। কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন খুরুশকুল মৌজায় ২৫৩.৫৯ একর জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মুজিববর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে

প্রথম পর্যায়ে ৬৪০টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারকে ৪০৬.০৭ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট একটি করে ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসিত পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জলবায়ু উদ্বাস্তু প্রকল্প।

সামগ্রিক অর্জন

বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ম্যাজিক বা রহস্য হলো বর্তমান সরকারের তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নীতিকৌশল এবং নানা ইতিবাচক উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধুকন্যা সম্পদের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে হতদরিদ্র ভিক্ষুক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষকে ভূমি ব্যবহারের আওতায় এনে অন্যান্য সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জলবায়ু উদ্বাস্তু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া), বেদে, ভিক্ষুক, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য

অচ্ছুতদের (কুষ্ঠ রোগী) বান্দাবাড়ী আশ্রয়ণ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর

তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, প্রিয় নীড় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ

সম্প্রদায়কেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এ কর্মসূচিতে। বিশ্বে এটি প্রথম ও সর্ববৃহৎ উদ্যোগ, যাতে রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে তুলে আনার জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসস্থান নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে অচ্ছুতদের (কুষ্ঠ রোগী) নতুন জীবন এবং বান্দাবাড়ী আশ্রয়ণের মাধ্যমে পুনর্বাসন, তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) মানুষদের পুনর্বাসন, তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের গৃহনির্মাণ, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লাখনির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পুনর্বাসন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (রাখাইন) পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের টং ঘর নির্মাণ, হরিজন সম্প্রদায় পুনর্বাসন, ভিক্ষুক পুনর্বাসনসহ দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতে অন্তর্ভুক্ত করতে আশ্রয়ণ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৫ লাখ ৭ হাজার ২৪৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে নিম্নোক্তভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত)	মোট পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা
০১.	ব্যারাক হাউস নির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসন	
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)	৪৭,২১০টি
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) (২০০২-২০১০)	৫৮,৭০৩টি
	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (২০১০- মার্চ ২০২২)	৬২,১৩৫টি
মোট		১,৬৮,০৪৮টি
০২.	নিজ জমিতে গৃহনির্মাণের মাধ্যমে	১,৫৩,৮৫৩টি
০৩.	জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য কক্সবাজারের খুরুশকুলে নির্মিত বহুতল ভবনে বিনামূল্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর	৬৪০টি
০৪.	ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর	৬০০টি
০৫.	নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১০০টি
০৬.	ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১,০০০টি
০৭.	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চলতি অর্থবছর পর্যন্ত নির্মিত দুই কক্ষবিশিষ্ট সেমিপাকা একক ঘর	১,৮৩,০০৩টি
সর্বমোট		৫,০৭,২৪৪টি

১৯৯৭ সাল থেকে আশ্রয়ণসহ চলতি অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে গৃহনির্মাণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারের হালনাগাদ তথ্য

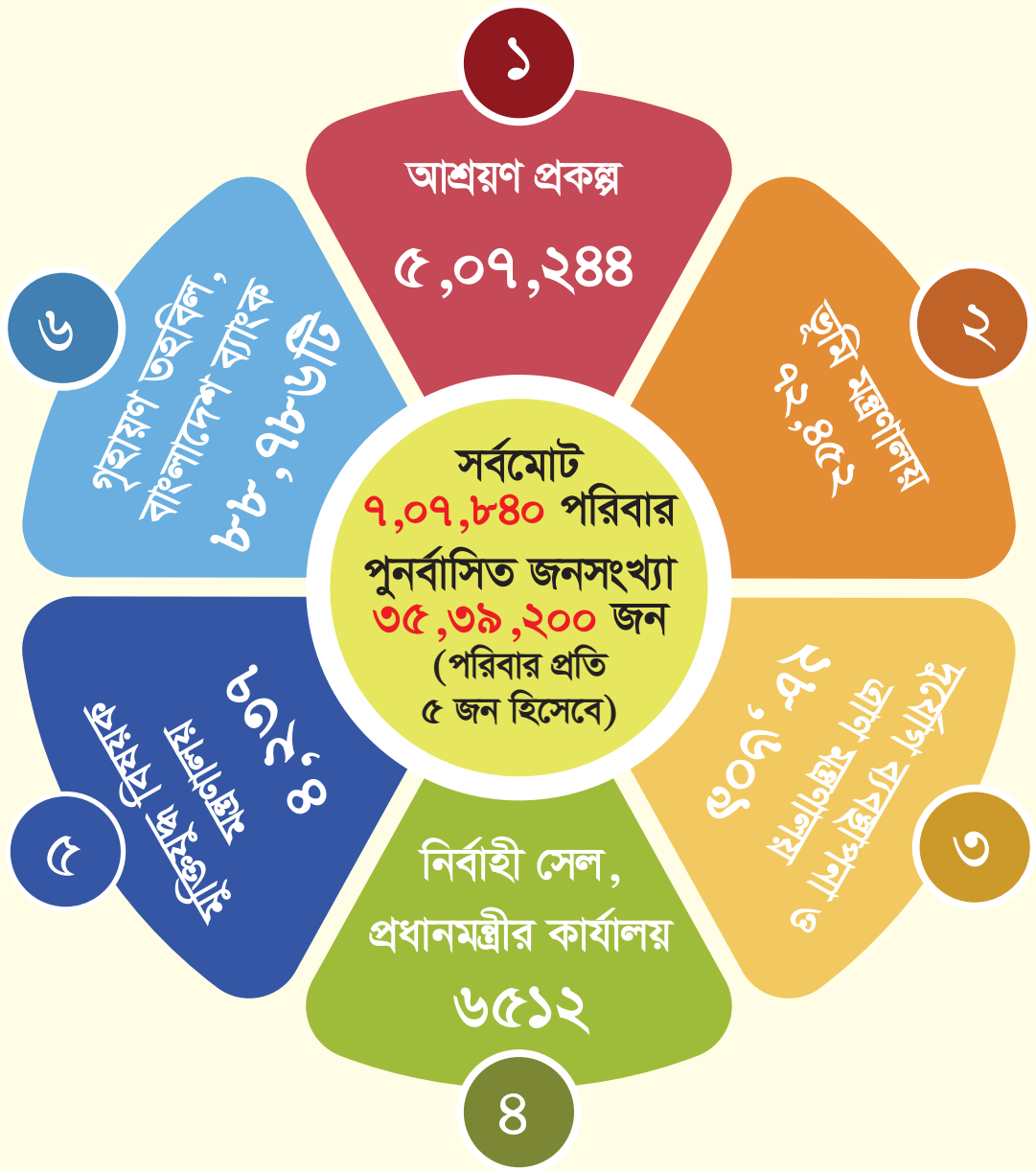

প্রকল্প ব্যয় : ১৯৯৭ থেকে ২০২২ সাল

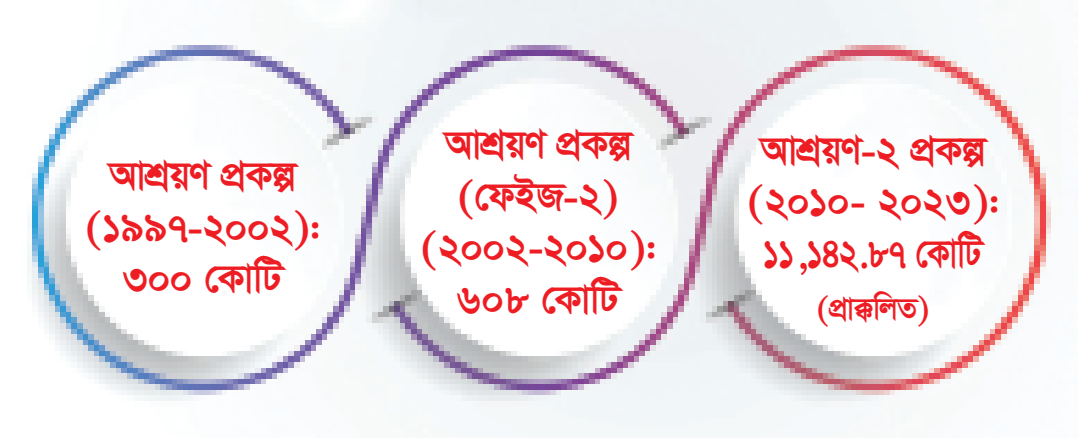

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহনির্মাণ খাতে ব্যয়

অর্থবছর	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)
২০১৯-২০	৫৫১.৬৭ টাকা
২০২০-২১	২৪৬০.৭৭ টাকা
২০২১-২২ (মার্চ/২০২২ পর্যন্ত)	২০০৬.৪৭ টাকা
সর্বমোট	**৫০১৮.৯১ টাকা**

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনের পথে আশ্রয়ণ প্রকল্পের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। একটি ভূমিহীন পরিবারের সামনে কেবল একটি ঘর পাওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার অপার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এর মাধ্যমে একটি ছিন্নমূল পরিবার নিরাপদ বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকারের মতো বিষয়গুলোতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পাচ্ছে, ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবন আশ্রয়ণ প্রকল্প অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদানের মাধ্যমে এসডিজির নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে :

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৪ : ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক

সেবা-সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে ক্ষুদ্রঋণসহ আর্থিক সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী যৌথ মালিকানায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সুপেয় পানির সুবিধাসহ ২ শতক জমি ও একটি সেমিপাকা ঘরের মালিক হচ্ছেন। একই সাথে তাঁদের স্বাবলম্বী করতে ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ : দারিদ্র্য ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাতসহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বহুতল ভবনে
প্রতিটি পরিবারের জন্য ৪০৬ বর্গফুট
আয়তনের ফ্ল্যাট প্রদান।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৩ : ভূমি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণে নিরাপদ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপালনকারী ও অন্যদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা।

অনগ্রসর ও ছিন্নমূল পুনর্বাসিত পরিবারসমূহ বসতভিটার আঙিনায়
সবজি চাষ, পশুপালনসহ প্রকল্পের সংলগ্ন পুকুরে মৎস্য চাষ
করছে। তাদের উৎপাদনমুখী কাজের জন্য বিভিন্ন
প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩ : সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

উপকারভোগীদের জন্য সুপেয় পানি, আধুনিক স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাসহ কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৫.ক : অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন।

আশ্রয়ণ প্রকল্পে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে জমি ও ঘরের মালিকানা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রচলিত আইনি কাঠামোর আওতায় এসব জমি ও ঘরে তাঁদের উত্তরাধিকারীদের স্বত্ব বহাল থাকছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.২ : পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতির অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রত্যেক একক গৃহের সাথে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে ফলে, নারী ও বালিকাসহ সকলের জন্য যথোপযুক্ত স্যানিটেশন নিশ্চিত হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১০.২ : বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান) ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্তন।

সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বেদে, হিজড়া (৩য় লিঙ্গ), জলবায়ু উদ্বাস্তু, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ সকল ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ২ শতক জমির মালিকানা প্রদান করে তাদের সামাজিক মানমর্যাদা উন্নত করা হচ্ছে এবং তাদের উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫ : দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে যেন সেমিপাকা দুর্যোগ সহনীয় ঘর রক্ষা পায় সেজন্য বন্যা বিপৎসীমার উপরে তুলনামুলক উঁচু স্থানে প্রতিটি গৃহনির্মাণ করা হচ্ছে বিধায় বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগে জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতি কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। একই সাথে এসডিজিকে সমন্বিত করা হয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) সাথে যা উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বৃহৎ অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একীভূত করেছে। মুজিববর্ষে বিশেষ উদ্যোগে সমাজের ছিন্নমূল মানুষকে জমি ও গৃহ প্রদানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। 'যে আছে সবার পিছনে, পৌঁছাতে হবে তার কাছে আগে'– অগ্রাধিকার নীতি হিসেবে এটি গ্রহণের ফলে সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের গতি আরও বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের চরম দারিদ্র্যের (শতকরা ১০ দশমিক ৫ ভাগ) আওতাভুক্ত জনগণই গৃহায়ণ কর্মসূচির প্রধান উপকারভোগী। ফলে, স্বভাবতই দারিদ্র্য বিমোচনে এ প্রকল্প অনন্য সাধারণ। দেশের পিছিয়ে পড়া এলাকা এ কার্যক্রমের সুবিধা পাচ্ছে। একই সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, চা শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, পরিবেশগত শরণার্থী, প্রতিবন্ধী, খনি শ্রমিক, কুষ্ঠ রোগী এবং অতি দরিদ্র নারীরা এ কর্মসূচির প্রধান উপকারভোগী। এসব পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য উপার্জন ও উৎপাদনশীল সম্পদে তাদের প্রাপ্যতা বাড়াতে এবং ন্যূনতম শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির সংস্থান এ কর্মসূচির মাধ্যমে অর্জিত হওয়া সম্ভব। এসডিজি ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নের ফলে অসমতা কমানো, বিভিন্ন সেবায় প্রবেশগম্যতা, বিদ্যুৎ ও নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং নাগরিক মর্যাদাকেন্দ্রিক বাধা-বিপত্তির অবসান হবে। একই সাথে জেন্ডার ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কেন্দ্রিক অসমতাগুলো দূরীভূত হবে। শুধু গৃহায়নের ফলেই কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। গুচ্ছভিত্তিক আবাসনের ফলে সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা একই স্থান থেকে দেওয়া হবে। ফলে, পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং স্বাস্থ্যসেবা সহকারীগণ

গ্রামীণ এলাকায় নিয়মিত উপকারভোগীদের সাথে সংযুক্ত থেকে সেবা দিতে পারবেন। স্থানীয় পর্যায়ে নির্মাণসামগ্রী সরাসরি গ্রামীণ বাজার থেকে সংগ্রহের ফলে নির্মাণ ব্যয় তুলনামূলক কম হচ্ছে এবং একই সাথে গ্রামীণ অর্থনীতিও চাঙ্গা হচ্ছে। এই একটি প্রকল্পের মাধমেই পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নবদিগন্ত সূচনা হয়েছে বাংলাদেশের আকাশে।

“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে– এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত

আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ashrayanpmo.gov.bd